

আন্তর্জাতিক নাট্য দিবস: প্রেম্পাট ও অর্জন

নারীর
সামাজিক নিরাপত্তা



পিএসটিসি কমিউনিটি প্যারামেডিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট জন্ম চলেছে



পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) পরিচালিত

কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক
অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অধিভুক্ত ও নিবন্ধিত কোর্স

কোর্স সংক্রান্ত তথ্যাবলী

২ বছর মেয়াদী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

৬ মাসে ১টি সেমিস্টার হিসেবে মোট ৪টি সেমিস্টার

জন্মের সময় সূচি:

- আগে আসলে আগে ভর্তি হবেন, ভর্তিতে সর্বোচ্চ ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়
- প্রতিদিন (রবিবার – বৃহস্পতিবার) সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ক্লাস কার্যক্রম চলে
- কোর্স শেষে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক সার্টিফিকেট ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়

জন্মের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- এসএসসি বা সমমান পরীক্ষা পাশের সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- জন্মনিবন্ধন সনদ অথবা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- চার (৪) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি

কোর্স-কালীন সুবিধাসমূহ

- ভাল রেজাল্ট এর জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা
- প্রয়োজনে নির্ধারিত ফি তে থাকার ব্যবস্থা
- উপযুক্ত উপকরণসহ শ্রেণিকক্ষ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত নিজস্ব ক্লিনিকসমূহে ইন্টার্নশিপের সুব্যবস্থা

কোর্স সম্পন্ন করার পর চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগসমূহ

- স্বাস্থ্য সেবা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীর মাধ্যমে সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্লিনিকে ভাল বেতনে চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগ
- সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- সূর্যের হাসি, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এবং অন্যান্য এনজিও ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার হিসাবে কাজ করতে পারবেন
- বিদেশে প্যারামেডিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন

আর্থিক তথ্য (সেমিস্টার অনুযায়ী)

১ম সেমিস্টার	২য় সেমিস্টার	৩য় সেমিস্টার	৪র্থ সেমিস্টার
ভর্তি ফি: ১০,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০) ১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০) ১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০) ১২,০০০/-
মাসিক বেতন: (৬X২০০০) ১২,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০) ৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০) ৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০) ৪,০০০/-
সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০) ৪,০০০/-	সর্বমোট ১৬,০০০/-	সর্বমোট ১৬,০০০/-	প্র্যাকটিক্যাল ফি: ১০,০০০/-
সর্বমোট ২৬,০০০/-			সর্বমোট ২৬,০০০/-

(ফাইনাল পরীক্ষার ফি বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর নিয়ম অনুযায়ী হবে যা ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে জানানো হয়)



পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)

পিএসটিসি ভবন, প্লট # ০৫, মেইন রোড, ব্লক- বি, আফতাব নগর, বাড়ডা, ঢাকা-১২১২

ফোন: ৯৮৫৩২৮৪, ৯৮৮৪৪০২, ৯৮৫৭২৮৯, E-mail: pstc.cpti@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

সম্পাদক

ড. নূর মোহাম্মদ

পরামর্শক

সায়ফুল হুদা

প্রকাশনা সহযোগী

সাবা তিনি

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা ২

আন্তর্জাতিক নারী দিবস:

প্রেক্ষাপট ও অর্জন

পৃষ্ঠা ৭

নারীর সামাজিক নিরাপত্তা

পৃষ্ঠা ৯

সংযোগের পথচলা

পৃষ্ঠা ১১

ইয়ুথ কর্ণার

পৃষ্ঠা ১২

সংবাদ

সম্পাদকীয়

কোনোভাবেই কমানো যাচ্ছে না যৌন হয়রানির ঘটনা। প্রতিদিনই গণমাধ্যমে উঠে আসছে এক বা একাধিক ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, নারী নিগ্রহ বা নারী নির্যাতনের খবর। কিছুদিন আগেই আমরা পালন করলাম ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। কিন্তু এ দিবসের মাহাত্ম্য আমরা কতটা বুঝি বা বুঝতে পেরেছি তার সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

গত বছর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের করা একটি গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেমের নামে ছেলেদের হাতে উদ্ভুক্ত বা হয়রানির শিকার হয়ে ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালে ৪২ জন তরুণী আত্মহত্যা করেছেন। উদ্ভুক্তকারীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার কোনো উপায় না পেয়েই সাধারণত ওই মেয়েরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। প্রকাশিত রিপোর্টটিতে বলা হয়, ২০১৫ সাল থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ৭৭৫টি যৌন হয়রানির খবর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এসব ঘটনার বিচারের হার খুবই নগণ্য।

কিছুদিন আগে একটি বেসরকারি সংস্থার জরিপে দেখানো হয়েছে, ২০১৭ সালে দেশে ৫৯৩টি শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। যা তার আগের বছরের চেয়ে ৩৩ শতাংশ বেশি। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ২২ শিশুকে। গণধর্ষণের শিকার ৭০ জন আর যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে ৯০ জন শিশু। এ থেকেই বোঝা যায় নারীর জীবনের নিরাপত্তা কি অবস্থায় আছে। ধর্ষণ না হোক, সমাজে চলাফেরার পথে ঘরে বা বাইরে কখনও কোনো ধরনের হয়রানির শিকার হননি এমন নারীর সংখ্যা প্রায় শূণ্যের কোঠায়। চলাফেরার স্থানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ হচ্ছে বাসস্ট্যান্ড, লঞ্চঘাট, মার্কেট এমনকি কোলাহলপূর্ণ রাস্তা।

যদিও আমরা নারী নেতৃত্বের দেশে বসবাস করি। তারপরও এখানে পদে পদে দলিত হচ্ছে নারীর অধিকারের বিষয়টি। দিনকে দিন জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলা নারী নিগ্রহ, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি বনাম সরকারের গ্রহণ করা পদক্ষেপের চিত্র দেখলে আজ হতাশার মাত্রটাই বেশি। যদিও আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগ খুব একটা দেখা যায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধীর কোনো শাস্তিতো হয়ই না। বরং সমাজের খারাপ কথা শুনতে হয় সেই ভুক্তভোগী নারীকেই। এর জন্য সবার আগে পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের মানসিকতায়, বিশেষ করে পুরুষের মানসিকতায়। এক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্পাদক

প্রজন্ম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: আবদুর রউফ

প্রকাশক ও সম্পাদক: ড. নূর মোহাম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি), বাড়ী # ৯৩/৩, লেভেল ৪-৬, রোড # ৮, ব্লক-সি নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২

টেলিফোন: ০২-৯৮৫৩৩৬৬, ০২-৯৮৫৩২৮৪, ০২-৯৮৮৪৪০২। ই-মেইল: projanmo@pstc-bgd.org

এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজকীয় নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাসের সহায়তায়

আন্তর্জাতিক নারী দিবস: প্রেম্ভাপট ও অর্জন

কানিজ গোফরানী কোরায়শী

আজকে যখন আমরা দেখি নারী পর্বত শিখর জয় করছে, মহাশূন্যে কাজ করছে, বিমান চালাচ্ছে, গবেষণায় অবদান রাখছে, কল-কারখানায়, কৃষিক্ষেত্রে ও নির্মাণকাজ করছে, ব্যবসায়, শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যসেবায় এগিয়ে যাচ্ছে, প্রশাসনে, সামরিক পদে এবং রাজনীতিতে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করছে, তখনই আমরা নারী তথা মানবের অধিকারে বিশ্বাস করি। আশান্বিত হই এই ভেবে, যে নারীর এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে সামনের সময়ে আরো বেশি করে।

যদিও এটি সত্যি যে নারীর এ সাফল্য একদিনে আসেনি, এমনকি এক বছর বা এক যুগেও না। শত বছরের নিপিড়ন, শোষণ, বঞ্চণা,

বৈষম্য, অবহেলা আর অপবাদে সিক্ত নারী। মুক্তির পথ পাওয়া ছিল বেশ কঠিন-দুঃসহ। দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম, আত্মদান, অবদানের ইতিহাস রয়েছে এর পেছনে। এ ইতিহাসে নারী-পুরুষ উভয়ই আছে। কারণ পুরুষ তাদের স্বার্থে সমাজ-সভ্যতার সমগ্র অগ্রগতি থেকে নারীকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো নারীকে অবদমন ও অধিকার হরণের মধ্যদিয়ে শুধু সন্তান উৎপাদন যন্ত্রে পরিণত করে আর গৃহস্থালী কাজের জন্য, পুরুষের সেবার জন্য নারীকে দাসীতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাহীন করে ফেলে। যদিও কালের বিবর্তনে, যুগের চাহিদায় কিছু বিবেচক মানুষ নারীর এ শৃংখলিত অবস্থা থেকে মুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সহযোগিতার হাত বাড়ায়। তবে নারীর এ শৃংখল থেকে পুরোপুরি মুক্তি আজও ঘটেনি।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে শিল্পের বিকাশ লাভ হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপ, আমেরিকার মতো উন্নত দেশে নারীরা একসময় কারখানার শ্রমিক হিসাবে কাজ পায়। তবে নারী এবং পুরুষের কাজ ছিল ভিন্ন। নারীদের দেয়া হতো নিম্নমানের কাজ, কাজের পরিবেশ ছিল অমানবিক, মজুরী পেত অল্প যদিও কর্মঘণ্টা ছিল ৮ বা ১০ এর বদলে ১৬ ঘণ্টা। তখনও নারীরা বঞ্চিত ছিল ভোটের অধিকার থেকে।

নারীর অধিকার আদায়ে প্রথম আন্দোলনের সূচনা হয় ১৮৫৭ সালে। আমেরিকার সুতা কারখানার নারীরা ন্যায্য মজুরী, শ্রমঘণ্টা নির্ধারণ এবং অমানবিক কাজের পরিবেশের প্রতিবাদে প্রথম রাস্তায় নেমে আসে ও প্রতিবাদ জানায়। সরকারী পুলিশ বাহিনী সেই মিছিলে আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ চালায়। ইউরোপের অনেক দেশে নারীর ভোটের অধিকার আদায়ের আন্দোলনও শুরু হয়। আজ থেকে ১১০ বছর আগে ১৯০৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নারী দিবস পালিত হয় পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে। নারীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং ভোটাধিকারের দাবিতে বড় প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। ১৯০৯ সালে আমেরিকার স্যোসালিস্ট পার্টি ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নারী দিবস পালন করে। এরপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী দিবস উদযাপনের জন্য জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা ক্লারা জেটকিন ১৯১০ সালে কোপেনহেগেন-এ অনুষ্ঠিত শ্রমজীবী নারীদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯১১ সালের ১৯ মার্চ নারীর অধিকার আদায়ে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

হলেও জাতিসংঘ কর্তৃক প্রথম ১৯৭৫ সালকে ‘নারী বছর’ ঘোষণার পাশাপাশি ৮ মার্চ বিশ্বব্যাপী নারী দিবস উদযাপন করা শুরু হয়।

পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কার্যকরী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে বেইজিং নারী সম্মেলনের পর থেকে রাষ্ট্রীয় ভাবে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন শুরু হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারী দিবসকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এশিয়ার আফগানিস্তান ও নেপাল, রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের অনেক দেশ এবং আফ্রিকার অনেক দেশ রয়েছে।

নারী দিবস উদযাপনের গুরুত্ব: নারী দিবস উদযাপনের পেছনে রয়েছে নারী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর ৮ মার্চ সারা বিশ্বব্যাপী নারীরা তাদের অধিকার আদায়ের একটা উপলক্ষ হিসেবে দিবসটি পালন করে থাকেন। যদিও বিভিন্ন দেশে দিবসটি পালনে ভিন্নতা রয়েছে। অনেকেই নারী দিবসটি পালন করে নারীর প্রতি সম্মান আর শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। আবার কোথাও এই দিবসটিতে গুরুত্ব পায় নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি। তবে নিঃসন্দেহে এটা এমন একটা দিন, যে দিন নারীরা জাতীয়, জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ভাবে বিভক্ত না হয়ে তাদের অর্জনকে স্বীকার করে।





নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়: দিবসটি উপলক্ষে নারীর অগ্রগতি ও ক্ষমতায়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে জাতিসংঘ প্রতি বছর একটি করে প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে। এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকেই নারী দিবস উদযাপনের নানা আয়োজন গ্রহণ করা হয়। ২০১৮ সালে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হল: “সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা; বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরের কর্ম-জীবন ধারা” নারী আন্দোলনের একেবারে গোড়ার দিকের যে বিষয়সমূহ ছিল এ বছর তারই আলোকে নারীর অধিকার, সমতা এবং ন্যায়বিচার আদায়ের অঙ্গিকার নিয়ে এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে আমেরিকা, ইউরোপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, সমান বেতন প্রাপ্তি এবং নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলি আলোচনায় উঠে আসে। এছাড়াও এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় আসন্ন জাতিসংঘ কমিশনের ৬২তম অধিবেশনের বিষয় “গ্রামীণ নারীর অধিকার ও সক্রিয়তা” বিষয়টিকে প্রতিধ্বনিত করে। যা বিশ্বের প্রায় এক চতুর্থাংশেরও বেশী মানুষের উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণকে তুলে ধরবে। গ্রামীণ এবং শহরের নারীর অদৃশ্য শ্রমকে দৃশ্যমান করবে, তাদের পূর্ণ সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে তাদের কাজে গতি পরিবর্তন করবে। এর ফলে নারীর ক্ষমতায়নের যে আন্দোলন তা আরো বেগবান হবে।

সম্প্রতি বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, নারীরা কৃষিজমি চাষ করে, সম্যক বুনে, খাদ্য উৎপাদন করে দেশের মানুষের খাদ্যের যোগান দেয়ায় অবদান রাখছে। কিন্তু লিঙ্গগত অসমতা ও বৈষম্যের কারণে উন্নয়নের

সূচকে তাদের এই অবদান কোন প্রভাব রাখে না। এখনো গ্রামীণ নারীরা গ্রামের পুরুষের চেয়ে পিছিয়েতো আছেই, সেসাথে পিছিয়ে শহরের নারীদের থেকেও। তারপরও প্রতিকূলতা ভেঙ্গে এগিয়ে চলছে গ্রামীণ নারীরা। যদিও তাদের জন্য ভালো অবকাঠামো নেই, সেবা নেই, সামাজিক সুরক্ষা নেই, নেই ভদ্র কাজ, তার উপর তারা সব সময় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জনিত নানা দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় থাকে। এর মধ্যেই তারা নতুন নতুন উদ্ভাবনী কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করছে, তাদের জীবিকাকে উন্নত করতে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করছে, সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছে, অফিস পরিচালনা করছে এবং আইনী অধিকারগুলি অনুসরণ করছে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন: নারীশিক্ষার অগ্রগতি, মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, জেভার সমতা প্রভৃতিতে বাংলাদেশ দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধন করেছে। ইউএনডিপি’র মানব উন্নয়ন সূচক-২০১৪ অনুযায়ী, জেভার উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উঠে এসেছে গ্রুপ ৩-এ, যা পূর্বের চেয়ে ইতিবাচক এবং নেপাল ও পাকিস্তানের উপরে। এছাড়া বাংলাদেশ এমডিজি পর্যালোচনা প্রতিবেদন-২০১৪ অনুযায়ী, ২০০৬-২০১০ পর্যন্ত চাকুরীতে নারীর প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.৮ শতাংশ যেখানে পুরুষের হয়েছে ১.২ শতাংশ। বিশেষ করে চ্যালেঞ্জিং পেশা যেমন: সাংবাদিকতা, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও বিচার বিভাগে নারীর অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে। এছাড়া ১৫-২৪ বছর বয়সের সাক্ষরতা হারের ক্ষেত্রেও নারীর অবস্থান অল্প বিস্তার হলেও তুলনামূলক বেশি (নারী-৭৮.৮৬ শতাংশ এবং পুরুষ ৭৮.৬৭ শতাংশ)।

নারীর ক্ষমতায়নে উপরিউক্ত ইতিবাচক অগ্রগতি সাধিত হলেও এখন পর্যন্ত নারীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি নারীর অভিজ্ঞতা, ন্যায্যতা, সম্পদের মালিকানা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অর্জন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ এমডিজি পর্যালোচনা প্রতিবেদন-২০১৪ অনুযায়ী, অকৃষিখাতে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করলেও বর্তমানে এই হার মাত্র ১৯.৮৭ শতাংশ। এছাড়া সরকারের মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী নেতৃত্ব থাকলেও রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হলেও বর্তমানে এই হার ২-৪%। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও পুরুষতান্ত্রিক প্রভাবে নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র এখনো অনেকটা বিবর্ণ।

নারীর ক্ষমতায়নে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ: নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ বিভিন্ন আইন ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা (সংশোধিত-২০১১) প্রণয়নের পাশাপাশি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারী শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসহ ছাত্রীদের জন্য স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। সম্ভ্রতি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর ৫০ শতাংশকে উপ-বৃত্তি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৪০ শতাংশ ছাত্রী। নারীর স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবায় নারীর অভিজ্ঞতা নিশ্চিতকরণে গর্ভকালীন স্ক্রিম, মাতৃত্বকালীন ভাতার পাশাপাশি কমিউনিটি পর্যায়ে ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে

প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করার আইনগত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় সংরক্ষিত তিন জন নারী এবং উপজেলায় (এক জন) নারী ভাইস-চেয়ারম্যান এর পাশাপাশি জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন পঞ্চাশ-এ উন্নীত করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে নারী স্পীকার নির্বাচন এবং আপিল বিভাগে নারী বিচারপতি নিয়োগ নারীর ক্ষমতায়নের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চাকুরীতে নারী কোটা, অন্যান্য খাতের ন্যায় সেনাবাহিনীর নন-কমিশন এবং অফিসার পদেও নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তি শুরু হয়েছে। নারীর ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান, আয়কর প্রদানে আয়ের সীমা বর্ধিতকরণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস (জয়িতা)সহ নানামুখি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নকে বিবেচনা করে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪০টি মন্ত্রণালয়ে জেডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নে পিএসটিসির পদক্ষেপ

পিএসটিসি ১৯৭৮ সাল থেকে বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল পাঁচটি কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কর্মসূচী গুলি হলো জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, যুব ও কৈশোর উন্নয়ন, জেডার ও সুশাসন, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন, এবং দক্ষতা





শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। এ সকল কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী হল নারী ও কিশোর-কিশোরী।

আমরা জানি বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীরা বিশেষত: যারা গ্রামে, নদী ভাঙন এলাকা ও উপকূলবর্তী এলাকায় এবং শহরের বস্তি এলাকায় বাস করে তারা এখনও মৌলিক মানবাধিকার, অবকাঠামো এবং নিরাপত্তাসুবিধা বঞ্চিত। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠনের সাথে পিএসটিসিও তাদের অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে তাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা, তাদের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, তাদের দক্ষতা উন্নয়ন করার মাধ্যমে তাদের ইতিবাচক জীবন-যাত্রার পরিবর্তনে কাজ করছে। পিএসটিসি নারী এবং পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে এবং তার চর্চা করার চেষ্টা করে। পিএসটিসির জেভার পলিসি অনুযায়ী, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এবং শীর্ষ ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে নারী-পুরুষ সমতা একটি বড় উদাহরণ। পিএসটিসির মোট কর্মী সংখ্যা ১২০০ এর উপরে, যার মধ্যে নারী অর্ধেকেরও বেশী, নারী-পুরুষ অনুপাত=২:১। বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারীদের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। পিএসটিসি প্রধান কার্যালয় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের জেভার সংবেদনশীল পরিবেশ তৈরিতে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ও শীর্ষ ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে সচেতন ও সক্রিয়। কর্মী পর্যায়ে নারী কর্মীদের ছয় মাস পর্যন্ত মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং পুরুষ কর্মীগণ দশ কর্মদিবস ছুটি ভোগ করতে পারেন। নিয়োগ, বেতন-

ভাতা এবং দেশে বা দেশের বাইরেও কর্মশালা, ট্রেনিং এ অংশগ্রহণে কোন বৈষম্য করা হয় না।

পিএসটিসি প্রতি বছর প্রধান কার্যালয় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের অফিসে এবং কর্ম এলাকায় এলাকাবাসীকে নিয়ে নারী দিবস পালন করে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় এ বছর সরকারী পর্যায়ে নারী দিবস উদযাপনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, স্কুল পর্যায়ে বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতা, কমিউনিটি পর্যায়ে র‍্যালী, উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, আলোচনা ও নাটক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। প্রধান কার্যালয়ে পুরুষ সহকর্মীগণ নারী সহকর্মীদের শুভেচ্ছা জানায়। দিবসের তাৎপর্যকে সামনে রেখে আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আমরা একটি সমতা ভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখি এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছি। এ জন্য নারী-পুরুষ সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার। দরকার বৈষম্য ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি। ঘরে-বাইরে নারীদের কাজের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি দেয়ার সংস্কৃতি চালু করতে হবে। কেউ একা এগিয়ে যেতে পারে না। আমরা হাতে হাত ধরে চলবো, সমতার বিশ্ব গড়বো।

লেখক: কম্পোনেন্ট ম্যানেজার
জেভার এড গভারনেন্স, পিএসটিসি



ফিচার

নারীর সামাজিক নিরাপত্তা

সুসমিতা পারভিন

যুগে যুগে নারীকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক কবিতা-গান- সাহিত্য। কোথাও নারীকে বলা হয়েছে রহস্যের অন্তর্জাল, আবার কোথাও মায়ার সাগর। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব এই সৃষ্টি বারে বারে আঘাতে জর্জরিত হয়েছে বা হচ্ছে। এর জন্য অনেকাংশেই দায়ী আমাদের আদিম ধারণার সমাজ ব্যবস্থা। সমাজের বলশালীরা কিছু নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করছে, যেখানে নারীকে তুলনা করা হচ্ছে গৌণ হিসেবে। কিছু কিছু মানুষের ধারণাতেই আছে নারী মানেই তাকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা যাবে, রাখা যাবে যত্র তত্র। এরকম লিখিত কিংবা অলিখিত নিয়ম-কানুনের ডোরে আজ বাঁধা নারীর জীবন। সহিংসতার কারণে আজ নাভিশ্বাস। বেঁচে থাকার বিষয়টিও এক রকম অন্যের ইচ্ছায় বন্দী।

আর তখনই বার বার মনে আসে নিরাপত্তার কথাটি। সঠিক বিশেষণে গেলে বোঝা যায়, নিরাপত্তা শব্দটির অর্থ নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা। যেটি রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। কিন্তু নারীর নিরাপত্তার কথা আসলে সহজেই বুঝা যায়, এই শব্দের উপলব্ধি, প্রয়োগ ও অবস্থার কথার ফারাক কত বিশাল। একবিংশ শতাব্দীতে সমাজ যখন উন্নয়নের কথা ভাবছে, দেশের প্রবৃদ্ধি এগিয়ে নিতে যখন অর্থনৈতিক বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে, ঠিক তখনই উপেক্ষিত নারীরা। কোথাও নেই

তাদের নিরাপত্তা বা অধিকার। ঘরে বা বাইরে সহিংসতাই যেন নারীর ভাগ্যের সত্য লিখন।

পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে গৃহে পুরুষ দ্বারা নারীর প্রতি নির্যাতনের খবর। প্রেমে সাড়া না দিলে ছুরিকাঘাত কিংবা এসিড নিক্ষেপতো আছেই। এমনকি লোকে পরিপূর্ণ রাস্তাতেও নারী নিরাপদ নয়। বখাটেদের ইঙ্গিতপূর্ণ অশ্লিল কথা-বার্তাতো আছেই। অনেকেই আবার এটির জন্য দায়ী করেন নারীর অনেক বেশি এগিয়ে যাওয়ায় অথবা ইঙ্গিত করা হয় নারীর পোষাক আসাকে। একটা সময় ছিল যখন নারীর জায়গা ছিল শুধুই গৃহকোণে। যাদের প্রতিচ্ছবি আমরা পাই মা, খালা, দাদী, নানী, ফুপুর মধ্যে। ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালন, স্বামীর তৃষ্টি সাধন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের খেদমত করাই নারীর একমাত্র কাজ হিসেবে মনে করা হতো। কিন্তু সেখানেও কি নারী নিরাপদ ছিল। সহিংসতার খবর কি আমরা সেখান থেকেও পাইনি?

সময়ের সাথে এসেছে নারীর কর্মে পরিবর্তন। মা এর পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে কর্মজীবির খেতাব। বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে, সাথে উঠে এসেছে নিরাপত্তার বিষয়টি ও। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে

যতটুকু নারী ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সে তুলনায় সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি একেবারেই নিশ্চিত করা যায়নি। এজন্য রাষ্ট্রের যেমন দুর্বলতা রয়েছে, তেমনি আছে পরিবারের সমস্যাও। যতই নারীর ক্ষমতায়ন হোক না কেন, এখনো নারীকে পুরুষরা দেখে পণ্য হিসেবে। ভাবে, তাদের ইচ্ছেমতোই পরিচালিত হবে নারী। এবং এই সমস্যাটি একদিনের নয় শত শত বছরের। এটি থেকে পরিত্রাণও যে খুব সহজ তা নয়। সমাধানের জন্য পুরুষের মানসিকতা পরিবর্তনের সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন আইনের সঠিক ব্যবহার। নারীকে সহায়তা দিতে সরকার আইন করেছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা প্রতিপালন হয় না। এর জন্য অনেকেই সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের কথা বলে থাকেন। অনেকে আবার গুরুত্ব দেন শিক্ষার উপর। তবে এরজন্য দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা দরকার, যাতে করে ভবিষ্যতের পরিবর্তনকে আগে থেকেই ধারণা করে অপরাধ প্রতিকারের বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়।

তবে এক্ষেত্রে আরো বেশি হারে সচেতন হতে হবে নারীদেরও। প্রকৃতপক্ষে নারী উন্নয়নের জন্য নারীর ঘরে বাইরে চলাফেরার নিরাপত্তা বিধান, পরিবার ও সমাজে তার অবস্থান সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় করা, তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান প্রভৃতি যা নারীকে একজন বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষ সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নারী উন্নয়নের সোপান হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে যে কোন অধিকার যথাযথ আদায়ের জন্য প্রথমে নারীর সেই অধিকারগুলো সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে যেগুলো সত্যিকারভাবে সমাজে নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা ও অধিকার সুনিশ্চিত করবে। মানুষের মনগড়া বলা ও লেখা নারী অধিকারগুলো বাস্তবতা বিবর্জিত, অলীক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর জন্য মর্যাদাহানিকর।

২০১৭ সালে বিশ্বের মহানগরগুলোর ওপর জরিপ চালিয়ে যুক্তরাজ্যের থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন একটি তালিকা প্রকাশ করে যেখানে নারীদের নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় বিশ্বের জনসংখ্যার দিক থেকে শীর্ষ ১৯ মহানগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান সপ্তম।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণের মান হিসেবে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ষষ্ঠ। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ‘গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৬’ অনুযায়ী ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম, যা দক্ষিণ এশিয়ার যে কোনো দেশের চেয়ে ভালো অবস্থান নির্দেশ করেছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ তার লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে। তবে নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে। নারীর নিরাপত্তা না থাকলে পরিবারের নিরাপত্তা থাকবে না, অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে সমাজ। তাই সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ যেমন জরুরি তেমনি জরুরি তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

লেখাটা এখানে শেষ করবো বলে মনে করেছিলাম কিন্তু ঢাকায় বাংলা মটরে ৭মার্চ যে ঘটনা ঘটেছে নারীর প্রতি, ২৩ মার্চ যে ঘটনা ঘটেছে চাঁদনী চক মার্কেটে তার ব্যাখ্যা অনেকেই অনেক রকমভাবে দেবেন। কেউ বলবেন ‘এটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কাজ’, কেউ বলবেন ‘নারীর পোষাক এ জন্য দায়ী’। আমরা আর কত নীচ হবো, আমরা কবে একে অপরকে সম্মান করতে শিখবো? চলুন আমরা সবাই একযোগে প্রতিরোধ করতে শিখি। নারীর নিরাপত্তায় সবাই একযোগে কাজ করি। স্থূল মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে আইনী প্রয়োগ বাড়াই।

লেখক: চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার, পিএসটিসি



সংযোগের পথচলা

আনুষ্ঠানিকভাবে এক বছর পূর্ণ করলো তরুণ বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার রক্ষার কার্যক্রম “সংযোগ”। ২০১৭ সালের ৯ মার্চ থেকে বাংলাদেশে এইচআইভি ঝুঁকিপূর্ণ তরুণ-তরুণীদের নিয়ে কাজ শুরু করে পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার-পিএসটিসি। মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৫ হাজার ২৯৬ জন ঝুঁকিপূর্ণ তরুণ জনগোষ্ঠীর মাঝে সংযোগ সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এবং এইচআইভি সংক্রান্ত ১৬৮ জন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর দক্ষতা বৃদ্ধি সহ ১৬ টি সেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এই “সংযোগ” প্রকল্পের মাধ্যমে। রেফারেলের মাধ্যমে চিকিৎসা পেয়েছে ১৩ হাজার ১৭৮ জন। ইতোমধ্যে সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে ৫৫৩ জন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংযোগ তার কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য আলোচনা করেছে। জেলা প্রশাসক থেকে আরম্ভ করে পুলিশ প্রশাসন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, সমমনা বেসরকারী

সংযোগ পাতা

সংস্থা, সাংবাদিক, ইমাম সমাজ, পরিবহন শ্রমিক-মালিক সমিতি সহ সকলেই সংযোগ কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়েছেন। এবং সহযোগীতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এরই মধ্যে পিএসটিসি তার এই “সংযোগ” কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলাতেই প্রশংসিত। সম্প্রতি যশোর এবং কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন থেকে দেয়া হয়েছে কাজের প্রশংসাপত্র। যা “সংযোগ” এর ভবিষ্যৎ কাজের অনুপ্রেরণা।

সংযোগ তার প্রকল্প এলাকার সাতটি জেলা: ঢাকা, গাজীপুর, দিনাজপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে পথশিশু/ফুটপাথ বাসিন্দা, তরুণ পরিবহন শ্রমিক, ভাসমান যৌনকর্মী, শ্রমিক এবং ছোট ব্যবসা বা কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজ করছে।

যদিও অনেক জায়গায় সীমাবদ্ধতা আছে যোগ্য কর্মীর, সেসাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ দক্ষ পিয়ার এডুকটর এর অভাবের চ্যালেঞ্জতো আছেই। তারপরও এসব সমস্যা মোকাবেলা করে সংযোগ এগিয়ে চলছে তার লক্ষ্যে। সংযোগ এর অন্যতম লক্ষ্য তরুণ জনগোষ্ঠীর যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচআইভি বিষয়ে আচরণ পরিষেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এছাড়া তরুণ জনগোষ্ঠীর যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচআইভি সেবা প্রদানের জন্য সরকারী স্বাস্থ্য সুবিধার সঙ্গে সক্রিয় রেফারেল লিংকেজ স্থাপন করা এবং সমন্বিত যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচআইভি বিষয়ে সেবা দানের লক্ষ্যে সরকারি স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের সামর্থ্য বৃদ্ধি করতেও সংযোগ কাজ করে যাচ্ছে। সেসাথে তরুণদের

জন্য সমন্বিত যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচআইভি সংক্রান্ত তথ্য ও সেবার প্রাপ্তির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সহ স্টেকহোল্ডারদের সংবেদনশীল করে তোলার জন্য এডভোকেসি করাও সংযোগের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সরকারী হাসপাতালগুলোতে এখনো যুববান্ধব কেন্দ্র স্থায়ীকরণ করা যায়নি। সেটিও সংযোগের অন্যতম প্রয়াস। এই লক্ষ্যে সংযোগ তার কর্ম এলাকায় কাজ শুরু করেছে। চিটাগাং, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর সহ অন্যান্য জেলাগুলোতে যুববান্ধব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাও হয়েছে। এ বিষয়ে কুষ্টিয়ার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সহকারী পরিচালক জানান- সরকারের সাথে মিলে বিভিন্ন এনজিও হাসপাতালগুলোতে যুব বান্ধব কেন্দ্র করার জন্য বিভিন্ন সময় উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার সবসময়ই এনজিওদের এই সব উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। কুষ্টিয়ার জেনারেল হাসপাতালে পিএসটিসি-সংযোগ প্রকল্পের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে সবাই। তাদের মতে, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের সাথে এইডস এর সম্পর্ক নিয়ে যুবকদের সচেতন করার জন্য পিএটিসির এই উদ্যোগকে স্থায়ী করার প্রয়োজন আছে। প্রকল্প শেষ হলেই কার্যক্রম স্থবির হয়ে যাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলেও মনে করেন তারা। সংশ্লিষ্টদের মতে, যুব বান্ধব কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে এই উদ্যোগটি আরো বেশি হারে সফল হবে।

সাকিলা মতিন মৃদুলা



তরুণ বন্ধুরা, জীবনে একটা বয়স আসে যেটিকে আমরা বলি টিনএজ বা বয়ঃসন্ধিকাল। মূলত: ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সকে বলা হয় টিন এজ। এসময় শরীরে বা মনে এমন কিছু পরিবর্তন আসে, যা কাউকে বলা যায় না। আবার সঠিক জানার অভাবের কারণে পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। সেসব তরুণদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন। যেখানে তোমরা নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করতে পারবে, বিশেষজ্ঞরা দেবেন তার উত্তর। তোমাদের মনো-দৈহিক বা মনো-সামাজিক প্রশ্নও এ আসরে করতে পারো নিঃসংকোচে। আমরা তার সঠিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। তোমার প্রশ্ন পাঠাতে পারো ই-মেইলের মাধ্যমে নিচের যে কোনো ঠিকানায়:

youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

১. অনেকের কাছেই শুনি, যৌনশিক্ষা আমাদের মত তরুণদের যৌনকর্মে আরো উৎসাহিত করে। আমি কিছুটা দ্বিধাশ্রম। আমাকে বিষয়টি কি একটু clear করা যায়?

এ ধরনের শোনটা পরিপূর্ণ ভাবে সঠিক নয়। এটি একটি ধারণা মাএ। গবেষণায় দেখা গেছে যে যৌনশিক্ষা ছেলেমেয়েদের দ্বায়িত্বশীল আচরণ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ফলে যৌন কার্যক্রম দেরীতে করা এ ধরনের শিক্ষার একটা প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। একটি বিষয় ভালোভাবে জানলে তার ভালো ও খারাপ দিক দুটোই জানা যায়। কাজেই খারাপ দিক এড়িয়ে চলতে এ শিক্ষা বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। কাজেই দ্বিধাবিহীন না হয়ে, এ বিষয়ে জানতে হবে সঠিক তথ্য, সঠিক ব্যক্তির কাছ থেকে।

২. একজন ব্যক্তির লিঙ্গোখিত হওয়া মানেই কি বোঝায় যে সে যৌনক্রিয়া করতে চায়?

পুরুষ - যুব হোক বা বৃদ্ধ হোক খুব দ্রুত যৌনভাবে উত্তেজিত হতে পারে, এমনকী যখন তারা যৌনক্রিয়ার কথা চিন্তা করে না তখনও (যখন যৌনক্রিয়া তাদের মনে থাকে না তখনও)। বিশেষভাবে বয়ঃসন্ধিকালে, কিংবা পূর্ণ বয়সেও একটি নিশ্চিত পরিমাণ কাঁপন (যখন বাইসাইকেল বা মোটর গাড়ীতে চড়ে)-এর কারণে চমৎকার দৈহিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে লিঙ্গোখান হতে পারে। এ ছাড়া সকালে ঘুম থেকে উঠার সময়েও অনেক পুরুষের লিঙ্গ উখিত অবস্থায় দেখা যায় যা morning erection নামে পরিচিত। এটিও স্বাভাবিক। ব্যক্তির লিঙ্গোখান হয়েছে বলেই সে যৌনক্রিয়া করার মেজাজে রয়েছে এ ধারণা সঠিক নয়।

৩. আমি ধূমপান করা শুরু করি যখন আমার বয়স ১৭। আমার বয়স এখন ২৭ এবং আমার ধূমপানের মাত্রাও বেড়ে গেছে। কিন্তু আমি এখন ধূমপান ছাড়তে চাই। আমার করণীয় কী?

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই তোমাকে তোমার এই ইতিবাচক ইচ্ছার জন্য। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তাই এটি একটি

ক্ষতিকর অভ্যাস। ধূমপান ছাড়ার জন্য ইচ্ছাশক্তি জরুরী। নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে দৃঢ় ভাবে। এর পরিবর্তে শরীর চর্চা যেমন, ইয়োগা বা মেডিটেশন, হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেলিং করা ইত্যাদির অভ্যাস গড়ে তুলতে পার। আবারও বলি ইচ্ছেটা দৃঢ় রাখতে হবে। 'কোন অবস্থাতেই ফিরবো না এ অভ্যাসে'- এরকম ইচ্ছের দৃঢ়তা তোমাকে এ অভ্যাস পরিত্যাগে সাহায্য করবে।

৪. স্বামী-স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ এক হলে তাদের সন্তান কী বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

স্বামী-স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ এক হলেই তাদের সন্তান বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী হবে এটি ভাববার কোন কারণ নেই। তবে আরো অনেক বিষয় আছে যা এ ধরনের সন্তান জন্মে ভূমিকা রাখতে পারে। অনেক সময় নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিয়েতেও এ ধরনের প্রভাব পড়ে। জেনেটিক কিছু বিষয়ের সাথে রক্তের উপাদানগত কিছু বিষয় আছে যা পরীক্ষা করে নেয়াই ভালো। এ সমস্ত কারণেই আমাদের উচিত বিয়ের আগে ভবিষ্যৎ স্বামী ও স্ত্রীর রক্তের পরীক্ষা করিয়ে নেয়া। এ পরীক্ষা করে নিলেই অনেকটা নিশ্চিত হয়ে সংসার শুরু করা যায়।

৫. আমার তলপেটে হালকা ব্যথা হয় প্রায় প্রতি মাসেই। ফুচকা বা তেতুল জাতীয় কিছু খেলে আবার ঠিক হয়ে যায়। আমার কি কোন সমস্যা হচ্ছে?

মাসিক চলাকালীন সময়ে অনেক মেয়েরই তলপেটে হালকা ব্যথা হয়। এটি সহনীয় মাত্রা অতিক্রম করলে কিংবা সারা মাসই যদি ব্যথা থাকে তবে অতি অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত। ডাক্তারের কাছে খোলাখুলি সব শেয়ার করো এবং তাঁর পরামর্শ মতো চলো, অবশ্যই তুমি ভালো থাকবে। আর হ্যাঁ, ফুচকা বা তেতুল মানে টক জাতীয় কিছু খেলে এ ব্যথা কমে, তার মানে তোমার শরীরে ক্ষারীয় (alkaline) সাম্যতার অভাব আছে, এ কারণেই alkaline জাতীয় কিছু খেলে তুমি ভালো অনুভব করো। যাই হোক, অবশ্যই তুমি একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নাও।



জেলা ডিস্ট্রিক পরিবার পরিচালনা মেলা ২০১৮

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মার্চ মাস জুড়ে জেলা ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা মেলা ২০১৮ পালিত হয়েছে। জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আই ই এম ইউনিটের তত্ত্বাবধানে ৬৪টি জেলায় এই মেলা আয়োজিত হয়। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য ছিলো, “পরিকল্পিত পরিবারে গড়বো দেশ, উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির বাংলাদেশ”। স্ব স্ব জেলায় কার্যরত পরিবার পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট এনজিওরা এই মেলায় অংশগ্রহণ করে।

এ পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, নোয়াখালীসহ লক্ষ্মীপুর-এলাকায় পিএসটিসি অংশ নেয়। আড়ম্বরপূর্ণ এ মেলায় নানা কর্মসূচীর আয়োজন ছিল।

৩ ও ৪ মার্চ কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল মাঠে পরিবারপরিকল্পনা মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় মোট ২০টি স্টলের মধ্যে অন্যতম ছিল পিএসটিসির স্টল। সংস্থাটির এইউএইচসি (সূর্যেরহাসি) প্রকল্পের ক্লিনিক ও এমআইএসএইচডি (নতুনদিন) প্রকল্প যৌথভাবে এই মেলায় অংশগ্রহণ করে।

কিশোরগঞ্জ জেলা পরিবার পরিকল্পনা উপ-পরিচালক আবু তাহা মোঃ এনামুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত জেলাপরিষদ প্রশাসক (সার্বিক) তরফদার মোঃ আক্তার জামিল, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এম এ আফজালসহ অনেকেই। আলোচনা অনুষ্ঠানের বক্তব্য শেষে সভাপতি ও অন্যান্য অতিথিরা স্টল পরিদর্শন করেন।

পয়টন নগরী কক্সবাজারের শহীদ দৌলত ময়দানেও আয়োজন করা হয় পরিবার পরিকল্পনা মেলা ২০১৮। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ মাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে মেলার উদ্বোধন করেন কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আশেক উলাহ রফিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. কাজী মোস্তফা সারোয়ার।

বন্দরনগরী চট্টগ্রামে পরিবার পরিকল্পনা মেলার আয়োজন করা হয় ১০ এবং ১১ মার্চ। মেলার মাধ্যমে গর্ভবতী সেবা, প্রসবের আগে ও পরের সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, শিশু স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশু



স্বাস্থ্যের এমন অনেক সেবা সম্পর্কে তথ্য জানাতে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার শংকর রঞ্জন সাহা। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন আজিজুর রহমান সিদ্দিকী। মেলায় পিএসটিসিসহ আরো ২৯টি প্রতিষ্ঠান স্টল স্থাপন করে।

চট্টগ্রামের মতো দিনাজপুরেও পরিবার পরিকল্পনা মেলা ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয় ১০ ও ১১ মার্চ। শহরের গোর ই শহীদ ময়দানে দিনাজপুর জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিট

আয়োজিত মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মীর খায়রুল আলম। প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার উদ্বোধন করেন দিনাজপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আজিজুল ইমাম চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল দিনাজপুরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ডাঃ আহাদ আলী, সিভিল সার্জন ডাঃ মওলা বকস চৌধুরীসহ অনেকেই। মেলায় অংশগ্রহণকারী ২০টি স্টলের মধ্যে পিএসটিসির স্টলটি ২য় পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়।

নোয়াখালী জিলা স্কুল প্রাঙ্গণে বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে ১১ ও ১২ মার্চ পরিবার পরিকল্পনা মেলা ২০১৮ এর আয়োজন করে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ। মেলার উদ্বোধন





করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. কাজী মোস্তফা সারোয়ার। সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব মোঃ আব্দুর রউফ মন্ডল। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মাহবুবুল আলম, সিভিল সার্জন ডাঃ বিধান চন্দ্র সেনগুপ্ত, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ এ কে এম জহিরুল ইসলামসহ অনেকেই।

১৪ ও ১৫ মার্চ পরিবার পরিকল্পনা মেলা অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মীপুরে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে কালেক্টরেট ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক অঞ্জন চন্দ্র পাল। তার আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে

বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডা. মোস্তফা খালেদ আহমেদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনিবার্ণ চাকমা ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ডা. আশফাকুর রহমান মামুন প্রমুখ।

মেলায় পিএসটিসিসহ বিভিন্ন সংগঠনের ২০টি স্টল ছিল। পিএসটিসি-এর নতুনদিন এর উদ্যোগে এই স্টলটি লক্ষ্মীপুর জেলা পরিবার পরিকল্পনা মেলায় ২য় পুরস্কার পায়।

সংকলনে: মালিহা আহমেদ





আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮

প্রতি বছরের মত এবারো পিএসটিসি তাৎপর্যপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করেছে। এ বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল “সময় এখন নারীর; উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্ম-জীবনধারা”। পিএসটিসি’র প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি ফিল্ড অফিসগুলোতেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালন করা হয়।

হেড অফিসে পুরুষ সহকর্মীরা তাদের নারী সহকর্মীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে দিনটি শুরু করেন। মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় মধ্যাহ্ন বিরতির পর। নারী দিবসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও এর গুরুত্ববর্ণনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু করা হয়। রোল প্লে, বিতর্ক, ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী, দলীয় উপস্থাপনা এবং সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

ফিল্ড অফিসগুলোতেও প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। “হ্যালো আই এম” প্রজেক্ট থেকে গাজীপুর ও চট্টগ্রাম-এ র্যালি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, নাটক এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রামের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আবিদা আযাদ উপস্থিত ছিলেন।

সংযোগ প্রোজেক্টও নানা আয়োজনে পালন করে নারী দিবস। সংযোগ- দিনাজপুর, স্থানীয় সংগঠন আঁধার ভাঙার শপথ ও পল্লীশ্রীর সাথে সম্মিলিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও, র্যালি, প্রমীলা ক্রিকেট ও ঘুড়ি উড়ানো উৎসবের আয়োজন ছিলো।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প সকালে কায়েত পাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ স্ট্যান্ডিং কমিটির একটি সভার আয়োজন করে। সভায় ইউনিয়ন পরিষদ প্যানেল চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, ও প্রকল্পের

কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, কায়েত পাড়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে একটি মানব বন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানব বন্ধনে যথা ক্রমে ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় লোকজন ও প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধন শেষে নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ তাদের নিজ কর্ম এলাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় প্রকল্পেরও IEC Material যেমন: ক্লাসরুটিন, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করেন।

পিএসটিসি-র অন্যতম প্রকল্প ইউনাইট ফর বডি রাইটস গাজীপুর ও চট্টগ্রাম-এ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে। গাজীপুর-এ কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ও সরকারী -বেসরকারী অন্যান্য সংস্থার সাথে মানববন্ধন, র্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ, ০৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে র্যালী, আলোচনা সভা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন, ইউবিআর ইয়ুথ ফোরাম ও কমিউনিটি ইয়ুথদের সমন্বয়ে র্যালী ও আলোচনাসভার। চট্টগ্রাম-এ প্রমীলা ক্রিকেট, মানববন্ধন, স্কুলে দেয়ালপত্রিকা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ছাড়াও র্যালি ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়।

ক্রিয়েটিং এম্পেসেস ফরিদপুরে ২টি স্কুলের সাথে র্যালি ও আলোচনাসভার আয়োজন করে। জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মসূচীর সাথে যুক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে এবং ফরিদপুর নারী প্রতিরক্ষা কমিটির সাথে সম্মিলিত ভাবে র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

পিএসটিসি’র সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি সফলতার সাথে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেছে।

সংকলনে: মালিহা আহমেদ



হিয়া কার্যক্রম নিরীক্ষণ

বাল্য বিয়ে মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার একমাত্র কারণ নয়। এটি উঠে আসে ‘হ্যালো আই এম’ (হিয়া) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রগুলিতে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার সময়। বাল্য বিয়ে রোধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে দূর করতে “হ্যালো আই অ্যাম” (হিয়া) প্রকল্পটি চার বছরের জন্য হাতে নেয়া হয়।

স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা হয় যখন হিয়া টিম লিডার ডা. সুস্মিতা আহমেদ ও তাঁর দল ময়মনসিংহ জেলা এবং নেত্রকোনা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল দুর্গাপুরে হিয়া কার্যক্রম নিরীক্ষণ করতে যান। রুটগার্সের আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাথালি কোলম্যান সহ এই দলটি ২৮ জানুয়ারী হতে ৩০ জানুয়ারী, ২০১৮ এই দুই জেলা সফর করে। সফরকালে এই দল বাস্তবায়নকারী অংশীদার, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনায় অংশ নেয়। এই দলটি উভয় স্থানেই অভিভাবকদের সাথেও সভা করে এবং দল গঠনের প্রচেষ্টা ও প্রত্যক্ষ করে।

দুর্গাপুরের সভায় হিয়া টিম লিডার তাঁর আলোচনার মধ্যে বাল্য বিবাহ ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেন। বৈঠকে উঠে আসা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল স্কুল ড্রপ আউটদের তথ্য সংগ্রহ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ কারণ রেকর্ড রাখার তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। ডা. সুস্মিতা

উল্লেখ করেছেন যে, যদিও তারা তথ্য সরবরাহ করতে পারে, কিন্তু তারা নিশ্চিত করে বলতে পারে না যে মেয়েদের বাল্য বিবাহই তাদের স্কুল ছাড়ার কারণ কি না। আজকাল দারিদ্র্য, শিশু শ্রম এবং অভিবাসন স্কুল ড্রপ আউট এর অন্যান্য কারণ। হিয়া টিম লিডার বলেন যে এটি এই প্রকল্পের অন্য প্রভাব সূচক নির্বাচন সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার সময়। দুর্গাপুরের ফাভা ইউনিয়নে অভিভাবকদের সাথে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগদানের পাশাপাশি দলটি বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলেদের সাথেও একটি বৈঠক করেন।

সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে দুর্গাপুর দল তাদের কর্মশালার মাধ্যমে প্রস্তুত করা একটি নাটক প্রদর্শন করে।

ময়মনসিংহে স্টেকহোল্ডারদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তারা, স্থানীয় সাংবাদিক ও ম্যারেজ রেজিস্ট্রারগণ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আইকিয়া ফাউন্ডেশন এবং রুটগার্স এর সাহায্যার্থে, আরএইচস্টেপ এবং দুঃস্থ সাহায্য কেন্দ্রের (ডিএসকে) সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে, ২০১৪ সালের জুলাই থেকে পিএসটিসি এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এই প্রকল্পের এডুটেনমেন্ট পার্টনার।

কামরুন্নাহার কনা সংকলিত

International Women's Day: Perspectives and achievements

**Women's
Social Security**



Meeting premises for Rent in Green Outskirts of Dhaka **Gazipur Complex**

POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER (PSTC)

Facilities

PSTC has five training rooms adequate for five groups of trainees. The rooms are air-conditioned, decorated and brightened up with interested posters and educational charts. Multi-media projector, video camera, still camera and multiple easel boards are available in the classrooms. There are dormitory facilities for accommodating 60 persons in Gazipur Complex. Transport facilities are also available for the trainees for field and site visits.

General information

Interested organizations are requested to contact PSTC.

We are always ready to serve our valued clients with all our expertise and resources.

Hall rent

- : Tk. 15,000/- (Table set up upto 100 persons and Auditorium set up upto 200 persons) per day
- : Tk. 8,000/- (upto 40-50 persons capacity) per day
- : Tk. 6,000/- (20-30 persons capacity) per day

Accommodation

- : Taka 1500/- per day Single Room (2 Bedded AC Room)
If one person takes, then per room Tk. 1,200 (Subject to Availability) per day
- : Taka 1200/- per day Double Room (4 Bedded Non AC Room)
If two/three persons take, then per bed Tk. 500)

Food Charge

- : Tk. 300/- - 400/- per day per meal

Multimedia

- : Tk. 1500/- per day



POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER-PSTC

Address: PSTC Complex, Masterbari, Nanduin, Kaulia, Gazipur Sadar, Gazipur
Phone: 9853284, 9884402, 9857289, E-mail: pstc@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

Editor

Dr. Noor Mohammad

Consultant

Saiful Huda

Publication Associate

Saba Tini

Contents

PAGE 2

**International
Women's Day:
Perspectives and
achievements**

PAGE 7

**Women's Social
Security**

PAGE 9

**SANGJOG marks
progress**

PAGE 11

Youth Corner

PAGE 12

News

EDITORIAL

Incidents of stalking are in no way decreasing. Every day there are media reports of one or more rape cases, murder after rape, women's oppression or violence against women. A few days ago, we celebrated International Women's Day on 8th March, but we are skeptical of how much we understand or have understood the greatness of this day.

In a research report made by Bangladesh Mahila Parishad last year, 42 young girls committed suicide during 2015 and 2017 due to stalking or harassment by boys in the name of love. Failing to find a way to protect themselves from the eve-teasers, these girls chose the path of suicide. According to the published report, news of 775 sexual harassment incidents were published between 2015 to 2017, but the rate of trial of these incidents is negligible.

A non-government organization's recent survey revealed that in 2013 there were 593 cases of child rape in the country. The number of cases in 2013 was 33 percent more than the previous year. Twenty two children were killed after rape, 70 were victims of gang rape and 90 children had been victims of sexual harassment.

This data indicated the safety of women's life. There wouldn't be a single woman who hasn't been subject to harassment at home or outside the house. The most unsafe are the bus stations, launch terminals, market places and even crowded roads.

Although we live in a country having women leadership, the rights of women are trampled at every step. The geometrical growth in the number of incidents of rape, sexual harassment compared to the measures taken by the government is very much frustrating. Although there are laws, but the application is not very visible. In most cases, there is no punishment for criminals. Rather, the victim has to take the blame in the society. For this, we must first bring change in our mentality, especially in the mentality of men. In this case, the family and society can play a positive role.

Editor

Projanmo Founding Editor: Abdur Rouf

Edited and published by Dr. Noor Mohammad, Executive Director Population Services and Training Center (PSTC).

House # 93/3, Level 4-6, Road # 8, Block-C, Niketon, Dhaka-1212.

Telephone: 02 9853386, 9853284, 9884402. E-mail: projanmo@pstc-bgd.org

This publication could be made possible with the assistance from The Embassy of the Kingdom of the Netherlands through its supported project SANGJOG



International Women's Day: Perspectives and achievements

Kaniz Gofrani Quraishy

Today, when we see that women are conquering the summits, working in space and aviation, contributing to research, working in mills and factories, agriculture and construction, advancing in business, education and healthcare, administration, military, and politics, only then we believe in women's rights which in overall sense is human rights. We expect that this progress of women will continue even further in the future.

Although it is true that the success of women did not come in one day, even in one year or even in one decade. Women have been victims of oppression, exploitation, deprivation, discrimination, negligence and slander for hundreds years. The road to freedom has been very difficult behind which is a history of long movement, struggle,

dedication and contribution. There are both men and women in this history, because the men in general had separated women from the entire progress of society and civilization in their interests. The patriarchal power structure by suppressing women's rights made them the apparatus of child production and household work, and curbed women empowerment by making them slave for service. However, in the evolution of time, some sensible people felt the need as time demanded to get rid of the constrained condition of women. They extended their hands of cooperation in the struggle for women's rights. However, complete freedom of women from this enchainment is yet to come.

With the advancement of civilization Industrial development has taken place. In the eighteenth century, women in advanced countries like Europe

and America got job as factory workers, but the work of women was different than that of men. The women were given the low level jobs, the working environment was inhuman, wages were less though they had to work for 16 hours instead of 8 or 10 working hours. The women at that time were even deprived of voting rights.

The first movement for women rights started in 1857. The women of America's Amazon factory protested for fair wages, labor hours and inhuman working environment. Government police forces attacked the protesters. Almost at the same time, the movement for women's right to vote has also started in many European countries. Nearly 110 years ago, in February 1908, the first women's day challenging the patriarchal power structure was observed in the United States.

There was a big protest rally demanding women's economic and political rights and right to franchise. In 1909, America's Sociologist Party observed National Women's Day on 28 February. After that, Clara Jetkin, the leader of the Social Democratic Party of Germany, at the second international conference of working women in Copenhagen in 1910 proposed

to observe Women's Day for ensuring women's rights. Although the first International Women's Day was observed on 19 March 1911, the United Nations announced the observation of 'Women's Year' in 1975 and declared March 8 to be observed as 'Women's Day' worldwide. Later, the UN General Assembly in 1977 adopted the resolution to observe International Women's Day on 8 March every year.

After the Beijing Women's Conference in 1995, the International Women's Day was celebrated on 8th March in Bangladesh. Women's Day has been declared a public holiday in different countries of the world. Among those are Afghanistan and Nepal of Asia, many countries of the Russian Federation and also different countries of Africa.

Importance of celebrating Women's Day: The history of women workers struggle for their rights is behind the celebration of Women's Day. As its continuation, women worldwide on the 8th of every year celebrate the day as an occasion for their rights. Although there are differences in the observation of the day in different countries, many countries observe women's day to honor and respect women. Again, there are countries where the day





is observed showing the importance to women's economic, political and social empowerment. But undoubtedly it is a day that women acknowledge their achievements without being divided into national, ethnic, linguistic, cultural, economic or political divisions.

The theme of Women's Day: On the occasion of the day, the United Nations decides to make a theme for each year to advance women's advancement and empowerment. In the light of this theme, many events are organized to celebrate Women's Day. The theme of this year in 2018 is: "Time is now for women: they are in development changing the work-life-style in villages and towns".

The theme of this year was fixed in accordance with the pledge of women's rights, equality and justice in light of the issues that were at the very beginning of the women's rights movement. As a result, the issues of violence against women, discriminatory treatment of women, equal pay and women's political representation in various countries including America and Europe came up for discussion. It also echoed this year's theme of "International Women's Day" and the forthcoming 62nd session of the UN Commission's topic "Rights and activism of rural women" which will uphold the reasons of falling behind of more than a quarter of the world's population from the mainstream of development. It will make visible the rural and urban women's invisible labor and change the momentum of their work appreciating their full

potentials. As a result, the movement of women empowerment will be more vigorous.

A number of recent studies have shown that women are cultivating agricultural land, sowing crops, producing food and contributing to providing food for the people of the country. But their contribution to development indicators due to gender inequalities is not properly evaluated. Still, the rural women are not only far behind the rural men, they also lag behind city women. In spite of all these, the rural women are advancing against adversities although they lack good infrastructure, services, social security and decent work, and are always at risk of being affected by the effects of climate change. In the meantime, they are using new innovative farming techniques, earning new skills to improve their livelihood, successfully executing business, operating offices and following legal rights.

Empowerment of women in the context of Bangladesh: Bangladesh has made visible progress in the progress of women education, improvement in maternal health, empowerment of women, gender equality, etc. According to UNDP's Human Development Index-2014, Bangladesh's position on the gender development index has come up in Group 3, which is more positive than before and in a better position than Nepal and Pakistan. According to the Bangladesh MDG Review Report-2014, women's employment from 2006 to 2010 increased by 10.8 percent, while that of men it increased by

1.2 percent. Women have marked advancement particularly in challenging professions like journalism, military, police and judiciary. In addition to the literacy rate of 15 to 24 years of age, women's position is relatively higher (women -78.86 percent and male 78.67 percent).

Despite the above positive progress made in the empowerment of women, the achievement of women has not been possible in the economic and political empowerment, as well as in accessibility, justice property ownership, participation in decision-making process, etc. According to the Bangladesh MDG Review Report-2014, the target of women participation in non-agricultural sector is set to 50 percent, but at present this rate is only 19.87 percent. Apart from this, although women have important cabinet positions, the rate of including women in different committees of the political parties is on 2 to 4 per cent against propose 33 per cent. In the family and social fields, the image of empowerment of women is still dim due to the male influence.

State measures towards empowerment of women: In order to ensure women's participation in empowerment and development of women, Bangladesh has taken several important steps

along with the formulation of various laws and national women policy (amended 2011). As part of significant steps in education, women have started getting free education up to graduation level. As part of the decision to provide stipend to 50 per cent of higher secondary level students, 40 per cent are for girl students. In order to ensure the accessibility of women to health services, clinics at the community level as well as pregnancy programs, maternity allowances have been established. In order to empower women, the legal basis to ensure one third of the members in different committees of every political party to be women has been established. In addition to the three women reserve seats in the union councils and municipalities and one vice-chair in the upazilas, the number of reserved seats for women in the national parliament has been increased to 50. Election of a woman Speaker in the Parliament and appointment of women Justice in the Appellate Division are some of the bright examples of empowering women. In order to increase the women's economic capacity and empowerment, the women quota in government services, in non-commissioned and other ranks of the military as well as in other women's posts have been initiated. For the expansion of women's business, a number of programs including short-term lending, increasing



COVER STORY



range for the income-tax returns, and national women entrepreneur development initiatives have been adopted. Considering the empowerment of women, 40 ministries have formulated gender budget for 2014-15 fiscal year.

PSTC steps to empower women: PSTC has been working to improve the standard of living of the underprivileged people of Bangladesh since 1978. The organization is conducting various programs under its main five thematic areas for improving the quality of life, social security, and quality of the underprivileged population. The program areas include Population Health and Nutrition, Youth and Adolescent Development, Gender and Good Governance, Climate Change and Adaptation, and Skills Education and Training. The main target groups of these activities are women and adolescents.

We know most of the women in Bangladesh, especially those who live in rural areas, river erosion areas and coastal belt and in the city's slum areas, still lack basic human rights, infrastructure and security. Besides the government initiatives to ensure their rights, PSTC along with other non-governmental organizations is providing health care services, access to safe drinking water and sanitation, building awareness, and improving life-skills for a positive living. PSTC believes in equality of men and women and tries to practice those. According to PSTC's Gender Policy, gender equality in policy-making and top management

level is a great example. Of the PSTC's total number of over 1200 staff members, more than half are women, the ratio being 2:1. Effective and active participation of women in implementing various activities is ensured. The policy-making and top-management levels are active in ensuring gender-sensitive environment from the PSTC head office to the field-level. The women staff can enjoy maternity leave of up to six months while the men can enjoy up to 10 working days. There is no discrimination in recruitment, salary allowances and participation in workshops and trainings in the country or abroad.

PSTC observes Women's Day every year at its head office, at the field offices and with the community in the working areas. As part of the observation this year, PSTC took part in the government programs, organized debates at the school level, quiz competition, rallies at the community level, essay competitions, discussions and drama shows. The male colleagues greeted women colleagues at the head office.

We dream of an equality based society and have been working towards that goal. For this, both men and women need active participation, need to raise awareness against discrimination and violence. The culture evaluating the work of women outside the house has to be initiated. Nobody can proceed alone. We will hold hands together and build a world of equality.

The writer is Component Manager (GAG), PSTC



Women's Social Security

Susmita Parvin

In all ages poems, songs and literature have been written on women. Somewhere they have been mentioned as mystery, and somewhere as the sea of affection. But this wonderful creation of God has repeatedly been plagued with injuries. Our primitive thoughts are mainly responsible for this. The influential forces of the society have established rules where women are compared to being secondary. Some people carry the notion that women can be used at will, and can be kept in any condition. The life of women is enchained in such written or unwritten rules. Violence against women is at intolerable level. The issue of surviving is somewhat at others will.

And there comes the question of security. In proper analysis, it is understood that the term security means the system to keep safe which is to be ensured by the state. But when the security of women comes, the vast difference can be easily understood.

In the 21st century, when the society is thinking of development, when various economic programs are being taken to take the country forward,

women remain neglected. Their security or rights are nowhere. Violence at home or outside seems to be the written fate of women.

In the pages of the newspapers there are always news of women being abused by men at home. There are news of stabbing or acid attack due to non-response or turning down of proposal. Women are not even safe on crowded streets. Moreover, there are passing remarks and illicit indications by the eve-teasers. Many people hold the girls advancement as the reason for this. There was a time when the only place for women used to be inside the house, the reflection of which we can find in our mother, aunt or grandmother. It was considered that the bringing up children, satisfying the husband and serving the relatives were the only work of women. But were the women safe there? Didn't we get news of violence from there?

With time has come the change in women's work. The title of working woman has been tagged with mother. There has been empowerment of women and along with that has come up the issue of security. Although there has been empowerment

of women due to social and economical reasons, but their social security has not been ensured at all. It is because of the weakness of the state, as well as the problems of the family. No matter how much the women are empowered, they still are seen as commodity by men. Men think that women will follow their directives. And this problem has not been created in a day, it is thousands of years old. It is not possible to get rid of this problem easily. For solution, change in men's mentality and respect towards one another are as much necessary as the implementation of the laws. The government has enacted laws to assist women, but in most cases they are not complied. Many people talk about cultural, political and social movements for this. Again many others emphasize on education. Nevertheless, a long-term research is required so that the future changes can be envisaged and the ideas of crime prevention can be clarified. In this case, women should be more conscious. In fact, for the promotion of women's safety, the safety of women in movement outside the house, to establish their position in the family and society, ensuring freedom of expression which will ensuring a woman to be a sensible person, may be the stepping stone for women's advancement.

Actually, for rightfully acquiring any right, the rights of women must be clearly understood which will truly ensure the dignity, security and rights of women in society. Unfounded sayings and writings are impractical and unimportant for ensuring the women's rights and in some cases disgraceful for women. In the year 2017, the Thomson Reuters

Foundation of the United Kingdom published a list of world metropolitan cities, where considering the safety risk of women the position of the Dhaka was seventh among the top 19 risky metropolis.

Bangladesh ranked sixth in the world as the standard of women participation in political empowerment. According to the 'Global Gender Gap Report 2016' of the World Economic Forum, Bangladesh's position is 72 among 144 countries, which indicates a better position than any South Asian country. Bangladesh has been moving towards achieving its goal in women empowerment. But with the empowerment of women, social security has to be considered. If there is no security of the woman, then the family will not be safe, society will become unstable. Therefore, to ensure the overall socio-economic development, stopping violence against women is as important as ensuring their safety.

I wanted to end the write-up here, but should mention the incidents of stalking at Dhaka's Bangla Motor on 7 March and at Chandni Chawk on 23 March. Many will try to give different explanations. Some might say, "it is the work of political opponents", some will say, "the woman's dress is the cause of the incident". How much more mean can we get? When are we going to learn to respect others? Come, let us learn together to protect. Let us work together for women security. Let us increase the legal application to change the mean mindedness.

The writer is Chief Financial Officer, PSTC





SANGJOG marks progress

"SANGJOG", PSTC's project to safeguard the sexual and reproductive health and rights of Bangladeshi youths under HIV risk completed its one year on 08 March, 2018. The four-year project was launched on March 9, 2017 in seven districts of the country. From March to December 2017, some 25,296 risky young people were made aware of SRHR through various messages.

Through the "Sangjog" project efficiency of 168 health care service providers has been enhanced while linkage connection has been established with 16 services providing organizations related to HIV during last year. A total of 13,178 people received

treatment through referral. In the meantime, discussions were held with 553 concerned stakeholders at various government and non-governmental levels for the success of the project.

Everyone, from the deputy commissioners of respective districts, the police administration, the hospital authorities, the non-governmental organizations, journalists, the Imam community, and the transport workers and owners welcomed the Sangjog project activities. They also assured all out cooperation to make the project a success. Meanwhile, PSTC has been acclaimed in all the related districts for 'Sangjog' and testimonies of work were given by Jessore and Kushtia district

SANJOG PAGE

administration which will remain inspiration for future work of project.

Sangjog is working with street children, pavement dwellers, young transport workers, floating sex workers and small businessmen in the project areas in Dhaka, Gazipur, Dinajpur, Jessore, Kushtia, Chittagong and Cox's Bazar districts.

Although there are limitations, the challenges lie in the lack of skilled workers and skilled peer educators, as well as in facing natural calamities. Yet, facing all the problems, Sangjog is marking progress. The major goal of Sangjog is to increase the sexual and reproductive health service and increase awareness among the young people regarding HIV.

Sangjog is also working to establish referral linkage with government facilities regarding sexual and reproductive health and HIV related services. The project is also working to build up the capacity of government health service centers that provide sexual and reproductive health care and HIV related services. Along with that, Sangjog's objective is also to carry out advocacy to sensitize the stakeholders for creating a congenial environment for easy access to information for the vulnerable young

people regarding sexual and reproductive health services and HIV related services.

In the government hospitals, permanent youth-friendly service (YFS) centers are yet to be established. It is also one of the key attempts through Sangjog which it has started in its working areas. Regarding the establishment of a YFS centers in Chittagong, Kushtia, Dinajpur and other districts, discussions have been held with the concerned hospital authorities. The government has also welcomed PSTC Sangjog's effort. Assistant Director of Kushtia's 250-bed General Hospital said that the government welcomes the initiatives of the NGOs in establishing youth-friendly centers in the hospitals.

According to hospital authorities, there is a need to make PSTC's initiative sustainable and to make youths aware about AIDS and relationship with sex and reproductive health and rights. They also warned that the common people suffer due to the stoppage of such activities after the project is over.

Concerned quarters believe that such initiative will be more successful if there is a clear idea about the necessity and implementation of the youth-friendly service centers.

Shakila Matin Mridula



Dear young friends, there is a time in life everyone has to pass through which is also known as 'teenage'. This teenage is basically from 13-19 yrs of age. Sometimes it is called adolescent period which is very sensitive. During this period, some physical as well as emotional changes occur which are at times embarrassing. We have introduced this page for those young friends. Do not hesitate to ask monotheistic or psycho-social questions as well as questions related to sex, sexuality and sexual organs in this page. We will try to give you an appropriate answer. You may send your queries to the below address and we have a pool of experts to answer.

youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

1. *I hear from many that sexual education encourages youths like us in having sex. I am a little bit confused. Can you make this issue clear to me?*

Answer: This is not completely true. It is just a conception. Research showed that sex education helps building up responsible behavior among the boys and girls. As a result, sex education has a direct role in having sex at a later age. If you know something well, you know the good and bad sides of it. So, sex education can play a vital role in avoiding the bad sides. Therefore, without being confused you should get the right information from the right person.

2. *Does erection means that then person intends to have sex?*

Answer: Males --- young or old can be sexually excited very fast, even if he is not thinking of sex. Particularly, during adolescent period and even in adulthood, a wonderful physical feeling created by certain amount of vibration (while riding a bicycle or motorcycle) can cause erection. Besides, many males experience erection while waking up in the morning. This is known as 'morning erection' and is normal. A person having an erection does not necessarily mean that he is in a mood to have sex.

3. *I started smoking while I was 17 years old. I am 27 years old now and my smoking level has increased. But I want to stop smoking now. What do I do?*

Answer: First of all, I want to thank you for your positive wish. Smoking is harmful for health, so it is a harmful habit. The power of the desire to quit smoking is important. You must have

to be committed to yourself firmly. Instead, you can go for physical exercise such as yoga or meditation, walking, swimming, cycling, etc. Again, I want to remind you that the desire has to be firm. 'In any circumstances, I will not return to this habit' – such determination will help you to abandon this habit.

4. *If the husband and wife have the same blood group, then are their children likely to be physically challenged or disabled?*

Answer: There is no reason to think that if the husband's and wife's blood group are the same, their children will be physically challenged or disabled. Sometimes marriage between close relatives may have such effect. Along with some genetic issues there are some matters related to the blood components which are better to be tested. For all these reasons, the to be bride and bridegroom should have their blood tested. Family can be confidently started after having this test.

5. *I have slight pain in my abdomen almost every month. It subsides if I have things like fuchka or tamarind. Do I have any problem?*

Answer: Many girls have slight pain in the abdomen during periods. If the pain goes beyond normal tolerance or continues throughout the month, you should immediately see a doctor. Share everything openly with the doctor and proceed according to his/ her advice, I am sure you will be okay. And yes, this kind of pain subsides after taking fuchka or tamarind which means your body has alkaline imbalance. This is why you feel better taking alkaline sort of things. Anyway, you must seek advice from a specialist.



Family Planning Fair 2018 held in various districts

Family Planning Fair 2018 has been observed with great enthusiasm in different districts of the country throughout the month of March. The IEM unit of the respective District Family Planning Directorate supervised the fairs in the 64 districts. Various programs including discussion, debate competition, quiz and cultural programs were held at the colorful fairs.

The theme of the fair this year was “We will build the country with planned family: Ensure development and prosperity of Bangladesh”. Concerned NGOs working in the field of family planning took part in the fair.

Population Service and Training Center (PSTC) also participated in the fair in different districts including Kishoreganj, Cox's Bazar, Chittagong, Dinajpur, Noakhali and Lakshmipur.

The Family Planning fair at Kishoreganj was held on 3-4 March, 2018.

at the BIAM Laboratory School ground. There were a total of 20 stalls, including one of PSTC, set up at the fair. PSTC's AUHC (Surjer Hashi) and MISHD (Notundin) projects together showcased their activities at the stall.

District Civil Surgeon Dr. Mohammad Habibur Rahman, Additional District Commissioner (general) Tarafdar Mohammad Akhter Jamil, District Awami League general secretary Advocate M.A. Afzal and others spoke at the inaugural ceremony presided over by Deputy Director Kishoreganj District Family Planning, Abu Taha Mohammad Enamur Rahman.

The Family Planning Fair in the tourist city of Cox's Bazar was also held on 3 and 4 March at Shahid Doulat Maidan.

Member of Parliament elected from Cox's Bazar-2 (Moheshkhali-Kutubdia) Mr. Ashek Ullah Rafiq was then chief guest at the inaugural function presided over by Additional Deputy Commissioner (General) Mr. Mohammad Mahidur Rahman. Director General



of Family Planning Directorate Dr. Kazi Mostafa Sarwar was special guest on the occasion.

In the port city of Chittagong, the Family Planning Fair was held on 10 and 11 March. It was the first such fair in the city where many people are still unaware of information regarding pre-natal and post-natal services, reproductive health care services, and mother and child health services.

Additional Divisional Commissioner Shankar Ranjan Saha was the chief guest at the inaugural function which was presided over by Chittagong Deputy Commissioner Mohammad Ilias Hossain. District

Civil Surgeon Dr. Azizur Rahman Siddiqui was the special guest on the occasion. PSTC and 29 other organizations put up stalls at the Fair

In Dinajpur, the Family Planning Fair was held on 10 and 11 March at the Gor-e-Shaheed Ground. Dinajpur District Council Chairman Mr. Azizul Imam inaugurated the fair at the function presided over by Deputy Commissioner Mr. Mir Khairul Alam. District Civil Surgeon Dr. Mowla Buksh Chowdhury and Deputy Director of Dinajpur 250-bed Special General Hospital Dr. Ahad Ali were special guests. Of the 20 stalls set up on the occasion, PSTC stall won the 2nd prize.





The Family Planning Fair at Noakhali was held on 11 and 12 March at the Noakhali Zilla School premises. Director General of Family Planning Dr. Kazi Mostafa Sarwar inaugurated the fair by releasing balloons and pigeons. Additional Deputy Commissioner (Revenue) Mr. Md. Abdur Rouf Mandal presided over the inaugural function attended, among others, by Civil Surgeon Dr. Bidhan Chandra Sengupta, Additional Superintendent of Police AKM Jahirul Islam and Additional District Magistrate Kazi Mahbubul Alam.

The Family Planning Fair at Lakshmipur was held on 14 and 15 March. Deputy Commissioner Mr.

Anjan Chandra Pal inaugurated the fair at the Collectorate Building premises through a colorful rally. Additional Deputy Commissioner (General) Mohammad Monjurul Islam, Civil Surgeon Dr. Mostafa Khaled Ahmed, Additional Superintendent of Police Anirban Chakma and Deputy Director of the Family Planning Department Dr. Ashfaqur Rahman Mamun were also present on the occasion. Of the 20 stalls set up on the occasion, PSTC stall won the 2nd prize.

Compiled by Maliha Ahmed





International Women's Day 2018

Like every year, PSTC celebrated International Women's Day 2018 in appropriate manner. The theme of this year's International Women's Day was "Time is now Rural and urban activists transforming women's lives". In addition to the head office, the field offices also celebrated the day in befitting manner.

In the head office, male colleagues started the day with warm reception for the female colleagues. The main event started after midday break. The program began with a brief history of women's day and its importance, and included a role play, debate, video show, presentation and music.

Various activities were carried out in the field offices on the occasion. "Hello I Am" project organized rallies, debate and quiz competition, drama and discussion. In Chittagong, City Corporation Ward Counselor Abida Azad was present as chief guest at the function.

PSTC's SANGJOG project organized programs on International Women's Day. At Dinajpur, Sangjog held program jointly with local organization Adhar Bhangar Shapoth and Pallisree. Besides, a rally, women's cricket and kite festival were also organized.

On the occasion of celebrating the day, women's empowerment program organized a meeting of women and child abuse prevention standings committee at Kayet Para Union Parishad Bhaban. Union Parishad panel chairman, union council member, committee members and project staff

were present at the meeting. Besides, a human chain was formed at the Union Parishad Chatter of Kayet Para. Panel chairmen, members, local residents and project staff members participated in human chain. After the human chain program, the employees of the women's empowerment program distributed IEC materials such as class routines, leaflets, etc. in different schools, colleges and madrasahs.

The International Women's Day was celebrated by the 'United for Body Rights' at Gazipur and Chittagong through various programs. Mentionable activities at Gazipur were forming of a human chain with assistance from the District Women Affairs Office and other government and non-government organizations, participation in discussion, and holding of debate competition and rallies jointly with four educational institutions. UBR's Youth Forum and local community youths together also brought out a rally and held discussion program. Programs at Chittagong included rally, human chain, women's cricket, bringing out wall magazines in different schools, debate and discussion meeting.

Creation Spaces project organized rally and discussion session with two schools in Faridpur. Besides, the project joined the government program at the district level and organized rally and discussion meetings jointly with Women's Defence Committee.

All PSTC projects and programs have successfully undertaken International Women's Day programs.

Compiled by Maliha Ahmed



HIA activities monitored

Early marriage is no longer the only issue for school dropouts of girls in the country. This came out during discussions with stakeholders in the implementing areas of “Hello I Am” (HIA), a programme towards ending child marriage through creating a supportive social environment challenging the socio-cultural norms that endorse child marriage.

The discussions were held when HIA Team Leader Dr. Sushmita Ahmed and her team visited Mymensingh district and remote Durgapur in Netrokona district to monitor HIA activities. Nathalie Kollmann, International Program Manager from Rutgers also accompanied the team during the visit that took place from 28 January to 30 January, 2018.

During the visit, the monitoring team along with implementing partners held discussions with concerned government officials and other stakeholders. The team also observed parents’ meeting in the community and team building efforts in these two places.

In her deliberation at the meeting at Durgapur, HIA Team Leader cited some practical experiences in early marriage issue. An important issue that came up during the meeting was that collection of school

dropout data would be a great challenge as there was no mechanism of record keeping. She also mentioned that even though they could provide the data, but they cannot say for sure that early marriage was the reason for the school dropout. Nowadays there are other reasons like poverty, child labour and migration for school dropouts. The HIA Team Leader said it is time to rethink about selecting another impact indicator of this project.

Besides attending a parents’ meeting at Fanda union of Durgapur, the monitoring team also attended a meeting with Adolescent Boys Group in Durgapur. The Durgapur team also organized a drama show prepared through their workshop for awareness building.

A stakeholders meeting was also organized at Mymensingh. Elected ward councillors, concerned government officials, local journalists and marriage registrars, among others, attended the meeting.

PSTC with the support from IKEA Foundation and Rutgers, and in partnership with RHStep and Dustha Shasthya Kendra (DSK) launched the four-year program HIA in July 2017. BBC Media Actions is the edutainment partner for HIA.

Compiled by Kamrunnahar Kona